জাতীয় খাদ্য নীতি, ১৯৮৮

খাদ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচীপত্র

১.০ খাদ্যনীতি ১

২.০ খাদ্য নীতিমালা ১

৩.০ দিক নির্দেশনাবলী (Guide lines) ৩

৩.১ উৎপাদনঃ ৩

৩.২ ভোগ (Consumption)ঃ ৩

৩.৩ অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ও অন্যান্য আমদানিঃ ৪

৩.৪ বিতরণঃ ৪

৩.৫ মূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণঃ ৪

৩.৬ মওজুদঃ ৫

৩.৭ খাদ্যশস্য সংরক্ষণঃ ৫

৩.৮ পরিবহনঃ ৫

৩.৯ খাদ্য নিরাপত্তাঃ ৬

৩.১০ খাদ্য আমদানিতে বেসরকারী খাতের ভূমিকাঃ ৬

১.০ খাদ্যনীতি

দেশে সব সময় খাদ্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদন, সংগ্রহ, মওজুদ ও বিতরণ সুষ্ঠুভাবে সমাধা করিবার জন্য সরকার যেইসব নীতিমালার আলোকে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া থাকেন সেইসব নীতিমালাকে সামগ্রিকভাবে জাতীয় খাদ্যনীতি বলিয়া অভিহিত করা যায়।

উদ্দেশ্যঃ বাংলাদেশে খাদ্যের উৎপাদন, প্রাপ্যতা, সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থা ইত্যাদির আলোকে জাতীয় খাদ্যনীতির মল উদ্দেশ্যেগু লি নিম্নরূপঃ-

- ক) দেশে খাদ্যশস্যের প্রয়োজনের নিরিখে খাদ্যশস্য উৎপাদন সুনিশ্চিত করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পর্ণতা অর্জন করা।
- খ) উৎসাহব্যঞ্জক/ সহায়ক মল্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে কৃষকদের অধিক পরিমান খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎসাহিত করা।
- গ) উৎপাদিত ও প্রয়োজনে অন্যান্য সত্র থেকে আহরিত/আমদানিকৃত খাদ্যশস্য সুষ্ঠুভাবে সরবরাহ ও বিতরণ করার যথাবিহিত ব্যবস্হা করা।
- ঘ) নিম্ন আয়ভুক্ত দুঃস্হ ও সহায় সম্বলহীনদের জন্য বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মসচীর মাধ্যমে খাদ্যশস্য প্রাপ্যতার ব্যবস্থা করা।
- ঙ) খাদ্যশস্যের বাজার মল্য যথাসম্ভব স্হিতিশীল ও উৎপাদন ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য বিধান ও জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার সাথে সংগতিপর্ণ রাখা।
- চ) দেশে উৎপাদিত ও অন্যান্য সত্র থেকে আহরিত খাদ্যশস্যের সুষ্ঠু সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা।
- ছ) দেশে আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য খাদ্যশস্যের মল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে একটি খাদ্য নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলা।
- জ) খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে সুসংহত করে ও ভর্তুকীর পরিমান পর্যায়ক্রমে হ্রাস করা।

দেশের বর্তমান খাদ্য উৎপাদন, সংগ্রহ, বিতরণ ব্যবস্থা ইত্যাদির আলোকে এবং বিদ্যমান খাদ্য ব্যবস্থাপনার আংগিকে বাংলাদেশের খাদ্য নীতিমালা নিম্নরূপ হইতে পারে। প্রণীত এই খাদ্যনীতি কেবলমাত্র খাদ্যশস্যের (Cereal) বেলায় প্রযোজ্য।

২.০ খাদ্য নীতিমালা

১. বর্তমান খাদ্য ঘাটতি ক্রমশঃ কমিয়ে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।

২. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করবে।

৩. ভবিষ্যতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যশস্য আমদানীর উপর নির্ভরশীলতা ক্রমশঃ হ্রাস করতে হবে।

৪. উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার উপর ভিত্তি করে খাদ্য মন্ত্রণালয় বছরের প্রথমে প্রতি বছর খাদ্য বাজেট তৈরী করবে এবং খাদ্য ঘাটতি নির্ণয় করে আমদানীর কর্মসূচি প্রণয়ন করবে। দেশের জনসংখ্যা ও জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য চাহিদার আলোকে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য মজুদ গড়ে তুলতে হবে।

৫. উৎপাদন সম্ভাবনা এবং বাজার মূল্যের প্রেক্ষিতে খাদ্য মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে যথাসম্ভব সর্বাধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে সংগ্রহ করবে।

৬. বাংলাদেশ স্বাভাবিকভাবে যে পরিমাণ খাদ্যসাহায্য পেয়ে থাকে তা দ্বারা যদি খাদ্য ঘাটতি পূরণ করা না যায়, তবে নগদ অর্থে আমদানি করে ঘাটতি পূরণ ও নিরাপত্তা মওজুদ গড়ে তুলতে হবে। বিদেশ থেকে নগদ অর্থে আমদানীর সময় চাল ও গমের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে যেটির মূল্য কম হবে খাদ্য মন্ত্রণালয় তা আমদানি করবে।

৭. বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রতি বছর বিভিন্ন বিতরণ মাধ্যমে প্রয়োজন মত খাদ্যশস্য বিতরণ করবে।

৮. শহর এলাকা থেকে খাদ্য বিতরণ সংকুচিত করে গ্রাম অঞ্চলে অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য বিতরণ করা হবে। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ ইত্যাদি কর্মসূচির উপর অধিক জোর প্রদান করা হবে।

৯. রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য ঘনবসতিপূর্ণ শহর এলাকায় খোলাবাজারে ন্যায্য মূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করে ভোক্তাদের জন্য খাদ্যশস্য সহজলভ্য করা হবে।

১০. বাংলাদেশী জনগণের পুষ্টি চাহিদার উপর ভিত্তি করে খাদ্যশস্যের (Cereal) ভোগের (Consumption) পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে।

১১. বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য তালিকায় (উরবঃ) চালের উপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে অন্যান্য খাদ্যের ভোগ (Consumption) বৃদ্ধির প্রয়াস নিতে হবে।

১২. সরকারী বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সরবরাহ বৃদ্ধি করে খোলা বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করা হবে।

১৩. খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক মূল্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকারী বিতরণ মূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে অহেতুক ভর্তুকির প্রয়োজন না হয়।

১৪. খাদ্য মন্ত্রণালয় দেশের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত গুদামে খাদ্য সংরক্ষণ করবে। পরিবহন ও গুদামজাত করার সময় যথাসাধ্য খাদ্যের অপচয় কমিয়ে আনবে।

১৫. সংগ্রহকৃত ও সরকারী গুদামে মজুদ খাদ্যশস্যের সংরক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

১৬. বিতরণের চাহিদা অনুযায়ী দেশের একস্থান থেকে অন্য স্থানে খাদ্যশস্যের দ্রুত পরিবহণ নিশ্চিত করা হবে।

১৭. জনসংখ্যা ও অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির আলোকে ভবিষ্যতে গুদাম ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

১৮. দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক উপজেলায় অন্ততঃ একটি করে খাদ্য গুদাম নির্মাণ করার কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। আগামী গুদাম নির্মাণের কর্মসূচিতে বিদ্যমান গুদামসমূহের মেরামত ও পুনর্বাসন বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হবে।

১৯. সরকার দেশে একটি সুষ্ঠু খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

২০. বেসরকারী খাতে খাদ্য আমদানীর ব্যাপারে সীমিত সুবিধা প্রদান করা হবে।

উপরোক্ত নীতিমালাসমূহ অনুসরণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেই বিষয়াবলী জড়িত রহিয়াছে, ব্যবহারিক সুবিধার্থে সেইসব ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দিক নির্দেশনাবলী (Guide lines) অনুসরণ করা হইবে।

৩.০ দিক নির্দেশনাবলী (Guide lines)

৩.১ উৎপাদনঃ

১) ১৯৯০ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বর্তমান পর্যায় হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২০ (বিশ) মিলিয়ন টনে উন্নীত করা হইবে।

২) কৃষি মন্ত্রণালয় প্রতি বছর খাদ্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করিয়া খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটিকে অবহিত করিবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ২০ (বিশ) মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করিবার জন্য কৃষিক্ষেত্রে কি করা উচিত সেই সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত কার্যক্রম কৃষি মন্ত্রণালয় প্রণয়ন করিবে।

৩) (ক) বছরের প্রথমে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় সেচের অধীনে জমির পরিমাণ/লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করিবে।

(খ) বছরের চারটি ফসলের (আউশ, আমন, ইরি-বোরো ও গম) অধীনে জমির পরিমাণ ও উৎপাদন সম্ভাবনা সম্পর্কে কৃষি মন্ত্রণালয় যথাসময়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোন কারণে স্থিরকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কোন ব্যাঘাত ঘটিলে সম্ভাব্য খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবেল করিবার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রস্তুতি গ্রহণ করিবে।

৪) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার উপর ভিত্তি করিয়া খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রতি বছর খাদ্য বাজেট তৈয়ার করিবে।

৫) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতিটি খাদ্যশস্য ফসলের উৎপাদন সম্পর্কে আগাম পূর্বাভাস প্রদান করিবে এবং প্রকৃত উৎপাদনের হিসাব ফসল কাটার এক হইতে দেড় মাসের মধ্যে সরকারীভাবে প্রকাশ করিবে।

৬) খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, কৃষি মন্ত্রণালয় ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া উৎপাদন সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করিবে এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে খাদ্য বাজেট সংশোধন করিবে।

৩.২ ভোগ (Consumption)ঃ

৭) তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা দলিলে উল্লেখিত খাদ্যশস্যের জনপ্রতি চাহিদা ১৬ আউন্স হিসাবে জাতীয় খাদ্য চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। ভবিষ্যৎ মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন সাপেক্ষে পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন সময়ের জন্য এই হার পুনঃ নির্ধারণ করিবে এবং সংশোধিত হইলে খাদ্য মন্ত্রণালয় তাহা ব্যবহার করিবে।

৮) প্রয়োজনবোধে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বিভিন্ন আয়ের লোকের প্রকৃত ভোগ (Consumption) সম্বন্ধে সমীক্ষা/জরিপ চালাইবে।

৩.৩ অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ও অন্যান্য আমদানিঃ

৯) বাজার মূল্য ও উৎপাদন খরচের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতি ফসলের জন্য সংগ্রহ মূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে যাহাতে উৎপাদকগণ উৎপাদনে উৎসাহিত হয়।

১০) প্রতি বছর ধান ফসলগুলির জন্য একটি ও গম ফসলের জন্য একটি মূল্য নির্ধারণ করিয়া আগাম ঘোষণা দিতে হইবে। প্রয়োজনবোধে উৎপাদন ও বাজার মূল্য পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করিয়া সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধি করা যাইবে।

১১) খোলা বাজার মূল্য যদি সংগ্রহ মূল্যের উপরে চলিয়া যায় তাহা হইলে সরকার নির্ধারিত অভ্যন্তরীণ মূল্যে কোন সংগ্রহ হয় না, তাই খাদ্য মন্ত্রণালয়কে সংগ্রহের জন্য ভিন্ন মূল্য নির্ধারণ করিতে হইতে পারে। বাজার মূল্যের হেরফেরের কারণে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সংগ্রহ মূল্য এলাকাভেদে ভিন্ন হইতে পারে।

৩.৪ বিতরণঃ

১২) মওজুদ সাপেক্ষে বর্তমানে চালু বিতরণ মাধ্যমের চাহিদা অনুযায়ী বিতরণ নিশ্চিত করা হইবে এবং দেশের সামগ্রিক খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ন্যায্যমূল্যে/খোলা বাজার বিক্রয় মূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হইবে।

৩.৫ মূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণঃ

১৩) সরকার জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও জনগণের আয়ের সহিত যথাসম্ভব সংগতি রাখিয়া খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখিতে সচেষ্ট হইবে। মূল্য বৃদ্ধির জন্য নিম্ন আয়ের লোকজন যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেইজন্য খোলা বাজারে বিক্রয় এবং সংশোধিত রেশনে সরবরাহ বৃদ্ধি করিয়া বাজার মূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখিবার প্রয়াস নেওয়া হইবে। বেসরকারী পর্যায়ে ব্যবসায়ীগণ খাদ্য মজুদদারীর মাধ্যমে যাহাতে অহেতুক মূল্য বৃদ্ধি করিতে না পারে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় বেসরকারী বাজার ব্যবস্থায় যাহাতে বিঘ্ন না ঘটে তাহা লক্ষ্য রাখা হইবে। প্রয়োজনবোধে সরকার বেসরকারী ব্যবসায়ীদের এককালীন মওজুদের পরিমান নির্ধারণ করিবে।

১৪) মূল্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার আন্তঃজেলা/আঞ্চলিক ভিত্তিতে খাদ্যশস্যর চলাচলের উপর প্রয়োজনবোধে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ বিবেচনা করিবে।

১৫) বাজারে সরবরাহ বৃদ্ধি ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গতানুগতিক সরকারী বিতরণ মাধ্যম ছাড়াও ও,এম,এস, এর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। বাজার মূল্যের সহিত সংগতি রাখিয়া ও,এম,এস এর পরিমাণ ও মূল্য সময় সময় সংশোধন করিতে হইবে যাহাতে ভর্তুকি হ্রাস ও বিতরণ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে পরিচালনা করা যায়।

৩.৬ মওজুদঃ

১৬) বাংলাদেশের খাদ্যনীতি সংক্রান্ত বিশ্ব ব্যাংকের মিশন ১৯৮০-৮১ সালের মওজুদ ১৫ লাখ মেঃ টন সুপারিশ করিয়াছিল (বিশ্ব ব্যাংকের খাদ্যনীতি মিশনের রিপোর্ট, পৃষ্ঠা নং- ১০৩/১০৩)। এই মওজুদের মধ্যে ১.৫০ লাখ টন উবধফ ংঃড়পশ ও ৬ লাখ টন খাদ্য নিরাপত্তা মওজুদ এবং বাকী পরিমাণ পরিচালনা মওজুদ হিসাবে গণ্য করা হইবে। খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার আলোকে স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্য পরণে ১৯৮৭-৮৮ সালে বছর শেষের মওজুদ আনুমানিক ১২ লাখ টন এবং মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যান্য প্রয়োজনের তাগিদে ১৯৮৯-৯০ সালে বছর শেষের মওজুদ ১৫ লাখ টন ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরবর্তী বছরগুলোতে পাঁচশালা ভিত্তিক বাৎসরিক বর্ষশেষ মওজুদ নির্ধারণ করা হইবে।

১৭) মওজুদ খাদ্যশস্য যাহাতে নষ্ট না হয় সেই জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনবোধে মওজুদ পরিবর্তনের (Stock turn over) জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। মওজুদ পরিবর্তনের নীতিমালা খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রণয়ন করিবে।

১৮) বছরের কোন সময় খাদ্য মওজুদ যদি ৯ (নয়) লাখ টনের নীচে নামিয়া আসে তবে তাৎক্ষনিকভাবে খাদ্য আমদানীর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। ৯(নয়) লাখ টনের নীচে খাদ্য মওজুদ নামিয়া গেলে উহাকে "সংকট" পরিস্থিতি হিসাবে ধরা হইবে।

১৯) মোট খাদ্য মওজুদে চাউল ও গমের আনুপাতিক হার স্বাভাবিক অবস্থায় গড়ে ১ ঃ ৩ এবং প্রয়োজনে ইহা বেশী/ কম করা যাইবে।

৩.৭ খাদ্যশস্য সংরক্ষণঃ

২০) কোনক্রমেই Warranty ভংগ করিয়া খাদ্যশস্য বিতরণ করা যাইবে না। অর্থাৎ গুদামে অধিকতর পুরাতন অথবা নষ্ট হওয়ার উপক্রম ধান/চাউল/গম থাকিলে ঐগুলি বাদ দিয়া অন্য ধান/চাউল গম বিতরণ করা যাইবে না।

২১) খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য নিয়মিত পরিদর্শন করিয়া বিভিন্ন গুদামে খাদ্যশস্যের মান পরীক্ষা করিতে হইবে। কীট পতংগ আক্রান্ত খাদ্যশস্য পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে এবং মান রক্ষার জন্য কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে।

২২) পরিদর্শক দলের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও ঔষধ সরবরাহ করিতে হইবে।

৩.৮ পরিবহনঃ

২৩) আমদানিকৃত ও অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহকৃত খাদ্যশস্য বিতরণ এলাকায় নেওয়ার জন্য খাদ্য অধিদপ্তর অতীত অভিজ্ঞতা ও সম্ভাব্য পরিস্থিতির আলোকে চলাচল পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবে। পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে উক্ত পরিকল্পনা সংশোধন করিবে। পরিকল্পনায় পরিবহন খরচ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামাইয়া আনিতে হইবে। যথাসম্ভব একই মাল একাধিকবার পরিবহন পরিহার করিতে হইবে।

২৪) খাদ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন সংস্থা ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা খাদ্য পরিবহনকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবে। পরিবহন ঘাটতির দায়-দায়িত্ব বাংলাদেশ রেলওয়ে, অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থা ও সড়ক পরিবহন সংস্থাকে বহন করিতে হইবে।

২৫) আমদানিকৃত খাদ্যশস্য খালাসের ব্যাপারে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ খাদ্য খালাসকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবে। এইজন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জেটি/ সেড খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ করা হইবে।

২৬) পরিবহন ঘাটতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামাইয়া আনার সর্বাত্মক প্রয়াস চালাইতে হইবে। যে কোন ঘাটতি যথাযথ কারণ ব্যতিরেকে মাফ (Write off) করা যাইবে না।

৩.৯ খাদ্য নিরাপত্তাঃ

২৭) দেশে খরা, বন্যা, সাইক্লোন ইত্যাদি কারণে ফসলহানি ও উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সারাদেশে এক মাসের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ের গুদামে মওজুদ রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের মাধ্যমে ইহার উল্লেখযোগ্য অংশ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে।

২৮) নিম্ন আয়ের যে সকল পরিবার অপুষ্টিতে ভুগিতেছে এবং ক্রমান্বয়ে শ্রমবাজারে অচল হইয়া পড়িতেছে তাহাদের পুষ্টির পর্যায় উন্নীত করিবার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মসূচীর মাধ্যমে খাদ্যশস্য সরবরাহ করিবে।

২৯) প্রতি বছর ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প ও ভিজিডি কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়া এই খাতগুলিতে বিতরণ বৃদ্ধির প্রয়াস গ্রহণ করিবে।

৩০) নিম্ন আয়ের লোকদের ভর্তুকির জন্য ব্যয় এবং দীর্ঘদিন খাদ্যশস্য গুদামে সংরক্ষণের জন্য অপচয়ের ব্যয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যয় হিসাবে ধরা হইবে।

৩.১০ খাদ্য আমদানিতে বেসরকারী খাতের ভূমিকাঃ

৩১) প্রয়োজনবোধে বেসরকারী খাতে সীমিত পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানীর সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। আটা ও ময়দাকলগুলিকে গম আমদানীর অনুমতি দেওয়া হইবে।

৩২) বেসরকারী আমদানীকারকগণ যাহাতে অহেতুক মুল্য বৃদ্ধির সুযোগ নিতে না পারে সরকার সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে।